MAY 06 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদি কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, 'পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে কঠোর নকলবিরোধী অভিযান একটি 'শর্ট টার্ম কর্মসূচি'। নকল প্রতিরোধে 'লং টার্ম' কর্মসূচি হিসেবে ক্লাস রুমে প্রকৃত শিক্ষাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারে। নকল করার বিষয়টি তাদের একেবারে ভাবতেই না হয়। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত শিক্ষার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নয় বলেই নকল করতে উৎসাহী হয়'।

রোববার দুপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন্ এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রশীদও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, সিলেট, বরিশাল ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধসহ নকল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমস্যা তুলে ধরেন এবং নকল প্রতিরোধে তাদের মতামত দেন। বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিরাও নকল প্রতিরোধে তার প্রস্তাবনা ও মতামত তুলে ধরেন।'

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, 'স্থায়ীভাবে নকল প্রতিরোধ করতে হলে যথাযথভাবে ক্লাস রুমে শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে, মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, সিলেবাস আধুনিক করতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে হবে, শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এসবই আমাদের বিবেচনায় আছে এবং এসব ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি; কিন্তু বর্তমানে নকল সমাজে একটি বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। গত এসএসসি পরীক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নকল অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী এইচএসসি পরীক্ষাতেও একই ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বরং এ পরীক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা আরও কঠোর হবে।' তিনি বর্তমান ব্যবস্থাকে আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আমরা আশা করি পরীক্ষা কেন্দ্রে কঠোরভাবে নকল প্রতিরোধ করার ফলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে। শিক্ষকরা শিক্ষাদানে আন্তরিক হবেন। ফলে আগামী বছর থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ দিয়ে নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে না। তিনি বলেন, আমাদের একটাই ঘোষণা—আর কখনও পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করতে দেয়া হবে না।

নকল বন্ধে পদক্ষেপ

- পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটানোর জন্য দ্রুত বিচার আইনে গ্রেফতার ও বিচার।
- যেসব ছাত্রছাত্রী নকল নিয়ে হলে প্রবেশ করবে হল গেটেই তাদের বহিষ্কার।
- ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিটি কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক চিত্র ধারণ করবেন এবং এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা থাকবে।
- পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স এবং আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে।
- পরীক্ষা কেন্দ্রের কোন কক্ষে নকল হলে কর্তব্যরত শিক্ষক তা যদি ধরতে ব্যর্থ হন এবং বহিরাগত কোন পরিদর্শক তা ধরেন তাহলে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হবে।
- নকল ধরতে গিয়ে কোন শিক্ষক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী আহত হলে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকল ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

নকল ঃ প্রতিরোধ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

এহসানুল হক মিলন বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাবলিক পরীক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কারণে আমরা নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে আমাদের শ্লোগান হচ্ছে 'অবৈধ অস্ত্র বহন যেমন অপরাধ, তেমনি নকল বহন করাও সমান অপরাধ।' তিনি গত এসএসসি পরীক্ষায় নকলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, গত এসএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে মোট ২৭ হাজার ১শ' ৩৫ জন শিক্ষার্থী এবং নকলে সহায়তার দায়ে ১শ' ৬ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন পুলিশ কনস্টেবল ও একজন কলেজ শিক্ষক আহত হওয়ায় তাদের চিকিৎসার জন্য প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে। তিনি আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপগুলোও বিস্তারিত তুলে ধরেন।

সভায় শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, সর্বক্ষেত্রে মেধার মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার শিক্ষাঙ্গনকে সম্পূর্ণ নকলমুক্ত করার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

সভায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রতিনিধিরা কেন্দ্র নির্বাচন সমস্যা, আসন্ন বণ্টনে সমস্যা, রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপ, ক্লাস রুমে নিম্নমানের শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন।

বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব বোর্ডের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

এদিকে কয়েকটি বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এ প্রতিবেদকের কাছে নকল প্রতিরোধে গৃহীত দু'টি পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা এ প্রতিবেদককে বলেন, আইন-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটলেও নকল হলে কোন কেন্দ্রের উন্নয়ন কাজ বন্ধ করা বা কেন্দ্র বাতিল করার বিষয়টি যৌক্তিক নয়। কারণ হিসেবে তারা বলেন, এসব কেন্দ্রে বাইরের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় ব্যক্তিরা আসবেন। তারা যদি কোন অপরাধ করেন তার শাস্তি ওই কেন্দ্রকে দেয়া যৌক্তিক নয়। এ বিষয়টি তাই ভেবে দেখা দরকার।

পরীক্ষার হলে কোন শিক্ষক নকল ধরতে ব্যর্থ হলে এবং অন্য কোন পরিদর্শক নকল ধরা প্রসঙ্গে তারা বলেন, ক্লাসে যদি অধিক হারে নকল হয় তাহলে শিক্ষকের দৃষ্টি ভুলবশত এড়িয়ে যেতে পারে। এ কারণে এসব ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে বিষয়টি যাচাই করে শিক্ষক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

উল্লেখ্য, এ বছর সর্বমোট ৭ লাখ ১৬ হাজার ৬শ' ৩৭ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ২ লাখ ৪৯ হাজার ৫শ' ১ জন এবং পুরুষ শিক্ষার্থী ৩ লাখ ৮৫ হাজার ৪শ' ৫৫ জন। মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ হাজার ৬শ' ৯০টি এবং মোট কেন্দ্রসংখ্যা ১২ হাজার ৪শ' ৮৬টি।